140

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 14 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

কাল পরীক্ষা। অথচ আজ যদি খবর রটে যায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তাহলে পরীক্ষার্থীর অবস্থা কি দাঁড়াবে? সাম্প্রতিক সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারটি যেন অতি সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার ছিল এইচএসসি ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা। আগেরদিন গুজব রটে যায় ইংরেজী প্রথমপত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। কারও কারও হাতে প্রশ্নের নমুনা কপি পৌঁছে যায়। এক বন্ধু থেকে অন্য বন্ধু। এক বান্ধবী থেকে অন্য বান্ধবীর কানে খবরটা পৌঁছে যায় দ্রুত। পড়াশোনা ছেড়ে প্রশ্নপত্র জোগাড় করার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে অনেকে। অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ছিল একটি গুজব। পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন ঝামেলা হয়নি। তবে অনেকে পরীক্ষার হলে বসে নিজের মাথার চুল ছিঁড়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। পরীক্ষার্থীদের জন্য এটি ছিল একটি দুর্ভোগ। কারণ অধিকাংশ পরীক্ষার্থী গ্রামের ছেলে-মেয়ে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

এই খেলার শেষ কোথায় ?

পুনরায় পরীক্ষার হলে বসার জন্য তাদেরকে অর্থ খরচ করে ঢাকায় আসতে হয়েছে। এক পরীক্ষা দুইবার দেওয়ার মানসিক কষ্ট তো আছেই। অন্যদিকে এই পরীক্ষাটি নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারীদের শ্রম তো আছেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ কোথাও পরীক্ষা বাতিল করেছেন আবার কোথাও অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের ভর্তি বাতিল করেছেন। তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, আজ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কোথাও কেউ দোষী বলে সনাক্ত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে দেওয়া হয়েছে। দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পাবেন এই প্রত্যাশা সকলের।

ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা রোধ করা দরকার। আজকাল এমন ঘটনাও ঘটছে, কোন প্রমাণ নেই অযথাই গুজব রটানো হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। আবার কেউ কেউ তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের ইচ্ছেমত প্রশ্ন তৈরী করে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। এইসব মুখোশধারী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োজন। তা না হলে ভবিষ্যতেও একই ঘটনা ঘটতে থাকবে। বিভ্রান্ত হবেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

❑ নিজস্ব প্রতিনিধি